ভোরের কাগজ

9 APR 2003

হল কক্ষে ছাত্রদল নেতার জবর দখল

প্রভোস্ট তালা ঝোলালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দখলদার নেতাকে সমর্থন করলেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের ছাত্রদল সভাপতির কক্ষে তালা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হল প্রশাসন ও ছাত্রদল মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। সপ্তাহখানেক ধরে হল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদলের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনার জন্য ছাত্রদল হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেনকে দায়ী করে তার পদত্যাগ দাবি করেছে। অন্যদিকে, হল কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে।

গত সোমবার রাতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টোরের সঙ্গে ছাত্রদলের দীর্ঘ বৈঠকের পরেও ঘটনার কোনো সমাধান হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, স্যার এ এফ রহমান হলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ছাত্রদলের সংশ্লিষ্ট বরাদ্দকৃত সিটে ওঠানো নিয়ে হল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদলের মধ্যে টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। গত কয়েকদিন আগে ছাত্রত্ব না থাকা এবং অন্য ছাত্রদের নামে বরাদ্দকৃত কক্ষ (৪০৯) হল ছাত্রদল সভাপতি মাহবুবুল হক আজম কর্তৃক দখল করে রাখার অভিযোগে হল কর্তৃপক্ষ ঐ কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ ছাড়া অবৈধ ছাত্র এবং বহিরাগতদের দিয়ে ২১৩ এবং ১০৩ নম্বর কক্ষ দখল করে রাখার জন্যও কর্তৃপক্ষ ঐ দুটি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে সাধারণ ছাত্রদের অনুরোধে হল প্রশাসন ১০৩ নম্বর কক্ষটি খুলে দিলেও ২১৩ এবং ৪০৯ নম্বর কক্ষটি খুলে দেননি। হল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, যাদের নামে এই দুই কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সে সব ছাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তালা খুলে দেওয়া হবে।

গত সোমবার রাতে এই নিয়ে হলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্রদল

● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

হল কক্ষে ছাত্রদল নেতার জবর দখল

● শেষের পাতার পর

নেতাদের অনুরোধে রাত ১১টার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার ও প্রক্টোর ড. আতিকুর রহমান এফ রহমান হলে গিয়ে হলে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে হল কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়।

হল সূত্র জানায়, ২১৩ এবং ৪০৯ নম্বর কক্ষ যেসব ছাত্রের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি ছাত্রদলের এক শীর্ষ স্থানীয় নেতাকর্মীও (হলের) বরাদ্দকৃত ২১৩ নম্বর কক্ষে উঠতে বাধা দিয়েছে। আজমের বিরুদ্ধে তার লিখিত অভিযোগ ও হল প্রভোস্ট উপাচার্যকে পড়ে শুনিয়েছেন বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। এক পর্যায়ে হলের বাইরে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতাকর্মীরা উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক চলাকালে প্রভোস্টকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এবং তার পদত্যাগ দাবি করে।

সূত্র জানায়, বৈঠকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের ডাকা হলে প্রভোস্ট তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা জানালে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন নেতা উপাচার্যের সামনেই প্রভোস্টকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় উপাচার্য নীরব থাকেন বলে জানা গেছে। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পরও উপাচার্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে হল প্রভোস্টকে তার গাড়িতে করে নিয়ে চলে যান। সূত্র আরো জানায়, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টোর ছাত্রদলের সুরে সুর মিলিয়ে ঝামেলা না বাড়িয়ে রুম খুলে দেওয়ার জন্য বলেন।

ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন বলেন, হলে কোনো অবৈধ দখল মেনে নেওয়া হবে না। প্রভোস্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে হল ছাড়তে হবে। আর হল সভাপতি আজমের ছাত্রত্ব নেই। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। গত ৫ শিক্ষাবর্ষ যাবৎ তার ছাত্রত্ব নেই। সে ৪০৯ নম্বর কক্ষ অবৈধভাবে দখল নিয়ে আছে। আমরা হল প্রশাসন নীতিগতভাবে এর বিরুদ্ধে। তবে যাদের নামে কক্ষ বরাদ্দ আছে তারা হল প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই কক্ষের তালা খুলে দেওয়া হবে।

এদিকে একাধিক ছাত্রদল নেতা বলেছেন, প্রভোস্ট হচ্ছে রাজনৈতিক পদ। তিনি রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন আর ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হলে থাকতে দেবেন না এটা মেনে নেওয়া যায় না। সাধারণ অনেক ছাত্র আছে যাদের মাস্টার্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও হলে থাকে সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে তিনি ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে লাগলো কেন এটা বোধগম্য নয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রভোস্ট তার পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এদিকে গত সোমবার রাতে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র মাহমুদকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা বেদম প্রহার করে।